দ্বীপটাতে বেড়াতে এসে বেশ ভালোই লাগছে। বেশ শান্তিময় পরিবেশ।

পৌঁছে গেছি। কিন্তু খবর পাকা তো স্যাঙাত?
এ শর্মা ফালতু খবর দেয় না ব্রাদার!

ইল্লুস! তাহলে সব কালদাবা করে বিদেশ পাড়ি... তারপর বাড়ি গাড়ি...
শুনছিস কেমন মাটি খুঁড়ছে!
খচাৎ! খচাৎ!

ম্যাপের নির্দেশ মতো এইখানে জলদস্যুদের পুঁতে রাখা ধনরত্ন থাকার কথা।

এইযে দাদা, অনেক কাদা ঘেঁটেছেন, এবার বাকিটুকু আমরা খাঁটি আপনি সুন্দরবনের ধারে গিয়ে খাঁটি বায়ু সেবন করুন।
তা-তার মানে?

মানে কেউ জানে না কিন্তু এই রকমই হয় দাদু! এখন কুইক মার্চ!
এঁকে ছেড়ে না দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখো শুরু, তাহলে আর জানাজানি হবেনা।

ইয়াপ্পি ওল্লুস!

বাঁচাও! বাঁচাও!
হেল্প!
দাদা, মিছে আপনার গলা সাধা। তার চেয়ে এই চিটিং এবারে ফাঁক করবো তাই দেখুন।
ওদের কাছে হাতিয়ার থাকে। সোজা রাস্তায় গেলে ওরা আমাকে দেখেই লোকটিকে মেরে ফেলবে।
তার চেয়ে এই বাঁকা পথে আচমকা গিয়ে ওদের চমকে দেবো।
তালা ভাঙা হয়েছে এবার— চিটিং—
আঁক!
আঁক নয় ফাঁক!
তোদের ভুঁড়ি চিরে দু'ফাঁক করবো আজ!
ছেড়ে দাও গো বাঁটুলদা, চাই না রত্ন ধন—
ছেড়ে দিলেই আমরা দাদা ছুটবো বন বন! আর এ তল্লাটেই থাকবো না!

বাঁটুল দি গ্রেট

সেয়ানে সেয়ানে

এই যাচ্ছে!
ইরক! আমি আমার বকলস্ দিয়ে আকর্ষিত হয়েছি!
আমিও!
উরফস!
ওফস্!
ধপাস!
ওপস! এটা কি আমি করেছি?
হুয়ে, বাঁটুলদা, এইমাত্র চিন্তা করে একটা রাস্তা বের করলাম যাতে তুমি নিরাপদে আমাদের খেলায় অংশ নিতে পারো।
চুম্বকটা মাটিতে না গাড়া পর্যন্ত তুমি চুপচাপ থাকো।
নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা করছিস কেন?
এবার এই খোঁটা তুমি তোমার মুখে বোঁটার মতো ধরে থাকো, বাঁটুলদা।
সঠিক নিশানায়! বাঁটুলদা আর চুম্বক আমাদের খেলার দারুণ উন্নতি ঘটিয়েছে। একটাও নাল টাল খেয়ে এদিক ওদিক যাবেনা।
হ্যাঁ! আর আমাদের উঁতো খাবারও কোন সম্ভাবনা নেই।

এখানকার সোনার খনি থেকে সোনা নিয়ে যাবার সময় নাকি সোনা ছিনতাই হচ্ছে। তাই সরকার থেকে আমাকে নজর রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে। দেখি এ পাহাড়ী এলাকায় কারা এই দুষ্কর্ম চালাচ্ছে!

আজ নাকি বেশী সোনা যাবে। এটা নিয়েই আমরা নিজেদের সোনায় মুড়ে অনেক দূরে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসবো। তারপর ফুর্তির তুফান ছুটিয়ে দেবো। কি বলিস পার্টনার?
ইল্লুস! আমার আর তর সইছে না মাইরি! এদিকে আমাদের মূলধন আসছে রেদোস্ত!

সোনাটা চটপট সরকারি তোষাখানায় জমা করে দিয়ে আসি-কিন্তু নজরদার গুলো কোথায়?
সোনা

যাক, দুধটুকু খেয়ে তবু তেষ্টাটা একটু মিটলো। বড় ভালো দুধ!
!

দাদা, আপনার সাধের নাদা পেট যদি ফট্ না করতে চান তবে ঝট্ করে ঐ সোনার ব্যাগটা আমাদের সঙ্গে হাত বদল করে ফেলুন, কুইক!

চলি দাদা! এবার আপনি গলা সাধা করুন।
ডাকাত! সোনা নিয়ে পালালো— বাঁচাও!

হিঃ হিঃ পাহাড়ের ওপাশে চ্যাঁচালে এপাশে কেউ শুনতে পাবে না।
এই শূন্য পথে কে এসে ধরবে? হোঃ হোঃ

কিন্তু পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে..
বাঁচাও!...
বাঁচাও!
বাঁচাও!!
বাঁটুলের কানে এসে পৌঁছুলো
আ-আমার বাঁক!
এখন বেশী হাঁক-ডাক করবেন না।
শিগগিরই ওপাশে পৌঁছে যাবো। তারপর আমরা গায়েব।
ঝনাৎ!
কি হয়েছে দোস্ত? আমরা কোথায়?
মনে হচ্ছে আমরা যেন বাঁকের ঝোলায়!
ঠিক, এবার তোদের পুলিশের গোলায় জমা করে দেবো।
বাহ্!

কে এই ল্যাম্পটা ভেঙেছে? নিশ্চয় তুই!
হ্যাঁ, একটা ইঁদুর ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে ভেঙেছে!
দূর উজবুক! এ বাড়িতে কোন ইঁদুর নেই!
হ্যাঁ বাঁটুলদা আছে! ঐ দ্যাখো, ওখান দিয়ে আবার যাচ্ছে!
ঠিক বলেছিস। আমি ওটাকে সোফার পেছনে দেখেছি!
তুমি লাগাতে পারো নি বাঁটুলদা!
অবাক কাণ্ড! কোথায় গেলো ওটা?
কোথাও ওটার চিহ্নমাত্র নেই!
হয়তো মিনিটখানেকের মধ্যেই আবার দেখতে পাবো!
শিগগির এটা ধর!
ঐ যে ওটা যাচ্ছে!
আমিও ওটাকে দেখেছি!
বাহ্! ওটাকে ফস্কে ফলের বাটিতে ঘা লাগালুম!
মনে কর দরজা দিয়ে ওটা চলে গেছে!
তাড়াতাড়ি ওটাকে লুকিয়ে ফ্যাল, এখন স্কুলে যেতে হবে।
রবারের এই ইঁদুরটাকে আমরা স্কুলে নিয়ে যাবো। তারপর দেখবি আজকের পড়াশুনো কি রকম শিকেয় তুলি!

স্কুলে
দেখুন, স্যার! একটা ইঁদুর!
দেখাচ্ছি ওটাকে!
মজার ব্যাপার তো! চলে গেছে!
আপনি ইঁদুরের বদলে হেবোকে লাগিয়েছেন স্যার!
আঁউ
ঐযে স্যার, ওটা আবার যাচ্ছে!
কৈ, কোথায়?
ওটা কোথায়? কোনদিকে দিয়ে গেলো?
স্যার নকল ইঁদুর খোঁজার ফাঁকে চল্ কেটে পড়ি।
একি, ঘর যে একেবারে ফাঁকা! এই সব ফিরে এসো! ইঁদুরটা চলে গেছে। ওহ্, অনেক দেরী হয়ে গেছে—কাউকেই দেখা যাচ্ছে না!
সবাই খাবারের দোকানে ঢুকেছে। চল ওখানে গিয়ে এই ইঁদুর দেখিয়ে ওদের আবার ঘাবড়ে দি!
ওঃ, ঐ হতচ্ছাড়া ইঁদুর দেখে ভয়ে স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছি!
বাঁচাও, বাঁচাও! ইঁদুরটা আবার এসেছে!
খাবার ঘর
আরে, ইঁদুরটা তাহলে এখানে এসেচে!
দোকানের পেছনের জানলা দিয়ে দেখিতো! আহ্হা! দেখতে পেয়েছি কিন্তু একটা নয় দুটো ইঁদুর!
গেছিরে! খেলোরে!
নকল ইঁদুর দিয়ে খুব খেল দেখানো হচ্ছে—অ্যাঁ?
বাঁটলো!
খপাৎ!
এবার আমি তোদের ইঁদুর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করবো।
আমি চামচে চড়ে যেতে চাই না। আমায় নামিয়ে দাও!
ওরে বাবা! বাঁটলো কি করতে যাচ্ছে রে?

ইন্টারেস্টিং বইটা পড়তে পড়তে লোডশেডিং হয়ে গেলো। মোমের আলোতে কি আর ভালো করে পড়া যায়!
রাস্তার ওপাশে দেখছি লোডশেডিং হয়নি। ঠিক, একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে।
আমার জানলার কাছে নিয়ে যাই।
ঢকাং!
ঠক!
ঠক!
এ সময়ে কে আবার ব্যাঘাত ঘটাতে এলো।
আলো যেখান থেকে এনেছো শীগগির সেখানে রাখো।
ঠিক আছে, আলো আবার ওপাশে চলে গেলো।
দেখো কি করেছো!
আপনার জানালা সারিয়ে দেবো। তার আগে আলো সিধে করে দিচ্ছি।

এই ঠোকাতেই ল্যাম্প-পোস্ট খাড়া হয়ে যাবে।
অঁউফ্!
আমাদের পিটিয়েছিলো সেই পুলিসটা না? এইবার পেয়েছি ব্যাটাকে। অর্দ্ধেক কাজ বাঁটলো করে গেছে, আর বাকিটা আমরা করে দি।
বেচারাকে আমার সাহায্য করা দরকার।
আমরা কতো দূরে যাচ্ছি বলতো?
খুব দূরে অবশ্য তোদের পাঠাচ্ছি না।
এবারে এক এক করে সংগ্রহ করুন।
পরদিন
আমার পদোন্নতি হয়েছে বাঁটুল, তোমাকেও পদ্মশ্রী দেওয়ার কথা হচ্ছে।

বাঁটুল দি গ্রেট
সেয়ানে সেয়ানে
একদিন সকালে
পাঠশালায় আমাদের অঙ্ক কসবার খাতা নিয়ে ঐ বাঁটলো ফিরছে, কিন্তু ওকে রুখতে হবে।
মরেছে! এ যে অগ্নিবাণ এসে পড়ছে!
বাঃ, ভালো করেছিস!
এই যে বাঁটুলদা এক বালতি জল এনেছি, ঢেলে আগুন নিভিয়ে ফ্যালো!
হাঃ-হাঃ! বিদায় অঙ্কের খাতা! বালতিতে ও জল নয়, প্যারাফিন!
হউস্‌স্‌!
আবার খাতার দোকানে
আগেরগুলো দুটো হতচ্ছাড়া পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবারে জলপথে নৌকো করে গিয়ে ওদের ফাঁকি দেবো।
খাতার দোকান
ঐ যে বাঁটলো আবার খাতা নিয়ে আসছে। কুছ্‌পরোয়া নেই আমরাও টর্পেডো ছাড়ছি!
এইরে, নৌকো যে ফুটো হয়ে গেল!
এবারও ওরা সব জলে ডুবিয়ে নষ্ট করলো!
আবার দোকানে
এর আগেরগুলোকেও ওরা নৌকো ফুটো করে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবারে আমি যা ব্যবস্থা করেছি তাতে ওরা আমার নাগালও পাবে না।

নাগাল না পাবারই কথা, কারণ এবারে বেলুনের ব্যবস্থা।
কিন্তু পেলো
ঐ যে, বাঁটলো এবার শূন্যপথে আসছে। নে, দুজনে একসঙ্গে ছাড়বো।
এইরে! বেলুনও ফাঁসিয়েছে!
এদিকে নীচে
DENTIST
উঃ! দাঁতের যন্ত্রণায় গেলুম! ডাক্তার দিয়ে দাঁতটা তুলে ফেলতে হবে।
ঠকাস!
হিঃ-হিঃ! খাতা আবার আমাদের দখলে। এবার আমরা এগুলো পোড়াবো!
বাঁচালে বাঁটুল! তোমার গোঁত্তায় নড়া দাঁত উঠে গিয়ে ব্যথা কমে গেছে। আমার পাথরের ব্যবসা, তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আমি খুশি হবো।
পাথরের ব্যবসা? চমৎকার, আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।
আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার কাছ থেকে পাওয়া পাথরের চাংড়াগুলি চমৎকার খাতার কাজ দিচ্ছে।

বাঁটুলদা ! তোমার জন্মদিনে আমরা তোমার জন্যে সামান্য উপহার এনেছি! এতে পালক ছাড়ানো মুরগির মাংস আছে !
বাঃ! চমৎকার !
বাঁটলো জানেনা আসলে ওর মধ্যে কি আছে ! আর বাক্স থেকে যে বারুদ ঝরছে এও বুঝতে পারেনি !
উপস !
কলার খোসা !
বাঃ বাঁটলোটার বরাত দ্যাখ মাইরি ! হাত ফস্কে বাক্সটা উড়ে যাওয়ায় বারুদ পড়া বন্ধ হয়ে সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে গেল !
সব ঠিক আছে বাঁটুলদা ! তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি তোমার বাক্স পেড়ে দিচ্ছি !
সত্যি, তোদের মত পরোপকারী ছেলে হয়না !
হিঃ-হিঃ ! খানিক বাদেই বাঁটলো শূন্যপথে উড়ে যাবে !
এই নিন বাড়ি ভাড়ার টাকা !
ওহো-হো ! ভাড়া আদায়ের সব টাকা গেল !
সাবধান — সাইকেল !

কানা নাকি? দেখে শুনে চলতে জাননা?
ধ্রমাস!
বাপস! কিসে কি হোলো!
দুড়ুম!
একটুর জন্যে মিস ফায়ার হয়ে গেল মাইরি! আরেকবার চেষ্টা করতে হবে।
আমার বাক্সটা কোথায় গেল!
কুছপরোয়া নেই! আমাদের আরো একটা বারুদভর্তি বাক্স আছে!
হাঃ-হাঃ! বাঁটলো বুঝতেই পারেনি এটা অন্য বাক্স!
এই যে বাঁটুলদা! আপনার বাক্স! কিছুই হয়নি!
হিঃ-হিঃ-হিঃ! বার বার তিনবার। এবার আর ফসকাচ্ছে না! চ — ফাটলে বাঁটলোর অবস্থাখানা কি হয় দেখি!
কিরে? কিছু খুঁজছিস?
মরেছে! বাঁটলো যেরে! বা-বাক্সটা কোথায়?
ওটা তোদের নাম করে দারোগাবাবুকে দিয়েছি। উনি তোদের ওপর খুব খুশি হয়েছেন!
সব্বনাশ করেছে রে!
বাক্সতে আগুন পৌঁছুবার আগেই ওটাকে বাইরে সরাতে হবে। নাহলে ফাটকে আটক হতে হবে!
থানা
হিঃ-হিঃ! ওদের জিনিস ওরা পেয়েছে দেখছি!
উফ!
দুম!
ওফ! বাঁটলোটা কি ঘোড়েল! আমাদের অস্ত্রে দারোগা শুদ্ধ আমরাই ঘায়েল — আর এর পরেই তো আমাদের হাজত আর জেল!

ঠিং ক!

নে উঠে আয়! বেশ গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে!

অপেক্ষা কর! বাঁটলো এখান দিয়ে সাইকেলে যাবে!

ও! ব্রেকটা দেখছি খারাপ! ধরছে না!

মরেচে! থামাতে পারছিনা যে!
এই রে! বাঁটুলের বদলে একটা ছুতোর মিস্ত্রি আমাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে!

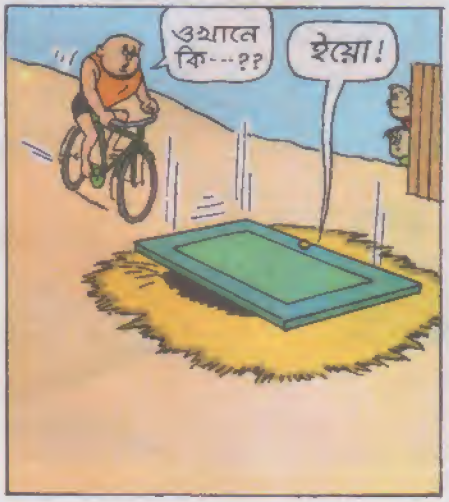
ওখানে কি---??
ইয়ো!

ও:! খুব ফস্কে গেল! আচ্ছা আবার দেখে নেবো!
হুউস্-স!

এবার আর ফস্কাতে হবেনা! এই খাঁজ কেটে দিলুম! এতে একবার চাকা পড়লেই ঠিক একেবারে গর্তে এসে ফেলবে!

উফ্! দরজাটা ভয়ানক ভারি! খানিকটা মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাই!
গর্তের দিকের খাঁজ।
মরেছে! চাকা যে একটা খাঁজের মধ্যে পড়েছে!
ঘর-র!
ওহে মিস্ত্রি। এটা কি আমার নতুন দরজা?
হ্যাঁ! কিন্তু এখন এটা আপনাকেই লাগাতে হবে! আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি! যা একখানা সাইকেল-রদ্দা ঝেড়েছেন!
ধমাস্!
কুছপরোয়া নেই! আবার গর্ত খুঁড়বো! তবে এবারে ঠিক ওর দরজার সামনে! যাতে দরজা খুলে বেরোলেই—ব্যস্! দেখি বাঁটলো এবার কি করে ফাঁকি দেয়!
খানিক বাদে
কী! আমার সঙ্গে মস্করা! দাঁড়া! বেরিয়ে তোদের মজা দেখাচ্ছি!
হিঃ-হিঃ! আসছে রে!
এ্যাই মরেছে! দরজাটা তো ঠিক আটকায়নি!
আমাকে গর্তে পোঁতবার ফন্দি! তবে দ্যাখ তার মজা!
কি হলো বলতো? বাঁটলোটা উল্টে আমাদেরই পুঁতে জয়ঢাক বাজাচ্ছে!

বাঃ! সব ভোঁ-ভাঁ! ছোঁড়া দুটোকে বললুম পড়াশুনো করতে, কিন্তু দুটোতেই ডেগেছে! নিশ্চয় মাছ ধরতে গেছে! আচ্ছা আমিও যাচ্ছি!
ঝিলের ধারে
আঃ-হা! আমার জমো নেওয়া ঝিলে চুপি চুপি মাছ ধরা হচ্ছে – ধেড়ে কোথাকার! এই জাল দিয়ে ওকেই ধরব মাছের বদলে!
একটা বড় মাছ গেঁথেছে মনে হচ্ছে!
ইয়ো!
আরে যাঃ! জালে ধরা পড়ল না!
ওদিকে
আমাকে ধর! পেল্লায় একটা ধরা পড়েছে!
আরে দাদা! এ যে বাঁটুল রে!
এ্যাই পালাবি না! দাঁড়া বলছি!
আরো জোরে ছোট!
ধরেছি দুটোকে!
হাঁ, ধরে রাখো! তোমার জন্যেই ওরা ধরা পড়লো!

আমি ওদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি!
ধেড়েটার ওপরেও নজর রাখতে হবে!
ঐযে আবার ছোঁড়া দুটোর পেছনে বাঁটলোটাও ছুটেছে! আমাকে ধোঁকা দিয়ে আবার মাছ ধরার মতলব! দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা!
হুম! মনে হচ্ছে লোকটা জাল নিয়ে পেছু ধাওয়া করেছে!
আমি এই আড়ালে লুকিয়ে পড়ি, ও ওদের পেছনে ছুটুক!
ওরা এই পুলের ওপর দিয়েই গেছে!
দুড়ুম!
বাঁটুল! টা-টা! এবারে নিশ্চিন্তে বসে মাছ ধরা যাবে!
জেলেটাকে উড়িয়েছিস! কিন্তু জালটা আমি পেয়েছি!
এবার তোমার জালের জন্যে ওদের পাকড়াতে পারলুম!

বাঁটুল দি গ্রেট

সেয়ানে সেয়ানে

ইয়ো!
আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে আর একটা জঘন্য ফন্দি!
যত বাজে কথা! তোমার কাঠের মেঝেটাই পচা! বুঝেছ?
বাঁটুলদা! তোমার জন্যে এই আপেলটা এনেছি!
না-না! এটা এক্ষুনি নিয়ে যা!
বাঃ! কি সুন্দর আপেল! ও না নিক-দে আমি নিচ্ছি!
দুম!
কি, এখন আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে তো?
হ্যাঁ! হাড়ে-হাড়ে! শিগগির আমার হাতে একটা বেত দাও!
পাঁচ ডজন বেত কিনে আন বাঁটুল!
এগুলো ভেঙে গেলে আরো কয়েক ডজন আনাবো!
চমৎকার!

বাঁটুল দি গ্রেট
সেয়ানে সেয়ানে
বাঁটলোটা বোধ হয় কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। এবার আমাদের পায় কে! আমরা যা ইচ্ছে তাই করবো — হিঃহিঃ !
একটা দারুণ আইডিয়া মাথায় এসেছে মাইরি! এই ডামাডোলের বাজারে কিছু মালকড়ি কামিয়ে নিতে হবে।
চারদিকে ধর্মঘট হচ্ছে, আমাদের পাড়ার কারখানাতেও হয়েছে। ঐ ধর্মঘটীদের নাম করে আমরা সাহায্য আদায় করবো, তারপর সেই মালকড়ি দিয়ে আমরা নিজেদের সাহায্য করবো। এই ডিবেটা ছ্যাঁদা করে এতেই কালেক্শান হবে।
ধর্মঘটীদের মুক্ত হস্তে দান করুন!
বিকেলে
ওরে ব্বাস! অনেক জমেছে রে মাইরি!
এবারে রেস্টুরেন্টে যাই চল।
চ' এটাতেই ঢুকে পড়ি, এখানে নাকি দারুণ সব মেনু করে শুনেছি।
আবার খাবো রেস্তোরা
ওঃ! অনেক দিন এমন ভোজ খাওয়া হয়নি! এই ধর্মঘট দীর্ঘজীবী হোক।
যা বলেছিস। এই ধর্মঘটকে ভুজুং ভাজাং দিয়ে জিইয়ে রাখতেই হবে।
পরদিন
এই! ওরা ধর্মঘট তুলে নিচ্ছে, শুনে এলাম।
তুলে নিলেই হলো আরকি! চ' দিকি'ন, ওদের এই মতলব ছাড়াতে হবে।
আপনারা নাকি ধর্মঘট তুলে নিতে চাইছেন? কিন্তু ওসব মতলব ছাড়তে হবে। যিনি আমাদের কথা না শুনে ঘট তুলবেন, তিনি পট করে পটলও তুলবেন। দেখেছেন? সুপুরি থেকে শুরু করে বাতাবী লেবু সাইজ অব্দি আমাদের কাছে আছে।

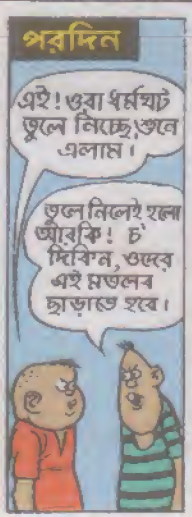

কিছুক্ষণ পরে
এই যে বাঁটুল, আমাদের বাঁচাও! দেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে আমরা ধর্মঘট তুলে নিচ্ছি, কিন্তু ঐ ক্ষুদে শয়তান দুটো তুলতে দেবে না! ওরা আমাদের নামে জাহাজ আদায় করে ফুর্তি লুটছে!
বটে! দুদিন ছিলুম না তাতেই এই! দেখাচ্ছি!
বাঁটলো!
এবারে বাঁটলো ওস্তাদি করতে এলে হয়! ব্যায়ামাগার থেকে আনা এই চেস্ট এক্সপ্যাণ্ডার আর এই বারবেল দিয়েই ওকে কুপোকাত করে দেবো!
ব্যায়ামাগার
যা বলেছিস! এবার বাছাধনকে আর টাঁ ফোঁ করতে হবে না
ঐ বাঁটলো আসছে! রেডি — ওয়ান — টু —
থ্রি!
হুশ্-শ্-শ্-শ!
টাঁই!
হাঃ-হাঃ!
পং!
হিঃ-হিঃ!
ধমাস!
জয় বাঁটুলের জয়!

শ শ শ ! আমি এক থেকে তিন গুণলেই কুড়ি কিলোর এই বাটখারা মেঝেয় ফেলে দিবি।
এক – দুই –

দড়াম !
এ আবার কী !

কিসের শব্দ হলো দেখতে হচ্ছে !

কোন হতচ্ছাড়ার এই কাজ !
এবারে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেল যে কোন মুহূর্তে হবে নজর রাখ !

বুঝেছি, এ দুই শয়তান মর্কটের কীর্তি ! দুটোকেই ঠাণ্ডা করছি !

গ্যালক !
ব্যবস্থা কর্মকরী হয়েছে। কাল ও আমাদের জলে চুবিয়েছিলো, তাই আমরাও বাঁটলোটাকে টেকনিক্যালি জলে চোবালুম – হিঃহিঃ!

চোঁড়া দুটোকে খুঁজছো ? ছিপ নিয়ে ওদের ওদিকে দৌড়ে যেতে দেখলুম।

ঠিক যা ভেবেছিলাম ! এবারে দেখে ফেলবার আগেই দড়ি বেয়ে বাঁটলোর ঘরে উঠে লুকিয়ে থাকি !

ওঃ! ঠিক সময়ে আমরা এসেছি। বাঁটলো নদীর ধারে আমাদের ধরতে যাচ্ছে।
আমরা বাড়িতেই ছিপ ফেলবো কি বলিস?
নিচের থেকে মুরগী রোস্টের সুগন্ধ আসছে রে মাইরি! ছিপ ফেলে ধরতে হবে!
পরে
নদীর ধার সব চষে ফেললুম, কিন্তু শয়তান দুটো যে কোথায় মাছ ধরছে তার কোনো হদিশই পেলুম না!
অ্যাই মরেচে! মর্কট দুটো যে বাড়িতেই ছিপ ফেলে রোস্ট ধরছে!
ঠিক আছে— আমিও মাছ ধরবো!
একসঙ্গে দুটো ঘোড়েল মাছ ধরেছি!
আরে, আমরা শূন্যে ভাসছি কেন?
আঁউ!
পায়ে পড়ি বাঁটুলদা! ছেড়ে দাও কেঁদে বাঁচি! কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাদের?
তোদের একটু কোর্টিং দিয়ে নিয়ে আসি!
বাঁটলো শেষে আমাদের আলকাতরা লেপে দিলে মাইরি! এতে পাবলিকের কাছে আমাদের গ্লসটিং কতখানি লিক হয়ে গেলো বলতো?

সেয়ানে সেয়ানে

কি করলে বাঁটুলদার ঘাড় ভেঙে আজ সিনেমা দেখা যায় বলতো ?
বাঁটুলদা এই চেয়ারে বসলে নড়তে চায়না। এই চেয়ারটা সরিয়ে ফ্যাল– তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদের নিয়ে সিনেমায় যাবে।

ওঃ! বাঁটুলদার পেয়ারের চেয়ারটা উড়িয়ে দেবো!

কি! আমার পেয়ারের চেয়ার ওড়াবে ?

ঠিক আছে– আমিই ওড়াই!
উঃ!

হাঃ-হাঃ! এবার আজকের কাগজটা কিনে আনি।

খবরের কাগজ নিয়ে আবার এখানেই আসবে। চেয়ারে আঠা মাখিয়ে রাখি!
গঁদ

বাঃ! বাঁটুলদা আঠা মাখানো চেয়ারে বসেছে!
এ্যাই বাঁটুল! তুই আমাদের সিনেমা দেখাবিনা? না দেখাস তো কাঁচকলা খা!
আমি জানি বাঁটুলদা ওর দিকে তেড়ে যাবে, আর—
ফড়-ড়-ড়!
— প্যান্টটা ছিঁড়বে! আর প্যান্টের পকেটের সব পয়সা ছড়িয়ে পড়বে! বাঁটুলদা দেখবার আগেই পয়সাগুলো তুলেনি!
সিনেমা দেখার জন্যে তোমার থেকে কিছু পয়সা নিয়েছি। ঠিক করিনি বাঁটুলদা?
দাঁড়া ছুঁচোরা! একবার ধরতে পারলে তোদের সারা গায়ে আঠা মাখিয়ে ছাড়বো!
গাঁদ
সিনেমা
হিঃ-হিঃ! বাঁটুল বাবু আজ পিপা পেন্টুলুন পরিয়েছেন!

বাঁটুল দি গ্রেট

সেয়ানে সেয়ানে

না-না! ওসব করবেন না! এতে আমার কিছু দোষ নেই। সব ঐ ছেলে দুটোর দোষ! ওরাই আমাকে ঐ বলগুলো দিয়েছে।
দেখুন, ডাকাতেরা ব্যাঙ্ক লুটে পালাচ্ছে!
দাঁড়ান, ঐ ছেলেদের দেওয়া কিছু গল্‌ফ্ বল ওদের ওপর ছুঁড়ে মারি!
দুড়ুম!
দুড়ুম!
আওয়াজ শুনছিস? নিশ্চয় বাঁটলোর কাছ থেকে আসছে! এবারে বাছাধন জব্দ!
আরে··· এটা··· আমি··!?
তোদের দেওয়া বল ডাকাত ধরতে শেষ হয়েছে। তাই এবারে তোদের দিয়েই গল্‌ফ্ খেলব।
তোরা যে বল দিয়েছিলি, তার চেয়ে এ বল অনেক ভাল! একটা মারও ফস্কাচ্ছে না!